ভূমিকম্পের পর ক্রাইস্টচার্চে সান্ধ্য আইন

ওয়েলিংটন, সেপ্টেম্বর ০৪ ঃ শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সাউথ আইল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে শনিবার সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। ভূমিকম্পের পর টেলিভিশন নিউজিল্যান্ডে দেওয়া এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জন কি বলেছেন, "অবিশ্বাস্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেউ প্রাণ হারায়নি।"তিনি বলেছেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সংস্কারের জন্য ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হতে পারে। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭ টা হতে সকাল ৭ টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকবে। স্থানীয় সময় শনিবার ভোররাত ৪টা ৩৫ মিনিটে আঘাত হানা ভূকম্পনটির কেন্দ্র ছিলো ক্রাইস্টচার্চের ৫৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিলো ৭ দশমিক ১। ভূমিকম্পে ক্রাইস্টচার্চ ও আশপাশের এলাকার রাস্তা, বৈদ্যুতিক লাইন ও ভবনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভবনের সামনের অংশ ভেঙে রাস্তায় পড়ে অনেক গাড়ির ক্ষতি হয়েছে এবং রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে। এমন প্রেক্ষাপটে উদ্ধার অভিযান সমন্বয়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ বসতির এ শহরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এতে এখনো কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। ভবনের পড়ন্ত চিমনি ও কাচের আঘাতে দু'জন গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের হাসতাপালে ভর্তি করা হয়েছে। বেসামরিক প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন কার্টার রয়টার্সকে বলেছেন, "আমি মনে করি জাতি হিসেবে আমরা খুবই ভাগ্যবান যে এখানে কাউকে প্রাণ দিতে হয়নি।"তবে তিনি জানিয়েছেন, এতে ক্ষয়ক্ষতি বেশ ভালোই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন কি কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা নিয়ে ওই শহরে ছুটে গেছেন। সেখানে তার বোন রয়েছে। ক্রাইস্টচার্চসহ আশেপাশের কয়েকটি ছোট শহরে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। সেসব এলাকায় অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ৪০ সেকেন্ড স্থায়ী এই ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে সুনামির কোনো পূর্বাভাস দেওয়া না হলেও প্যাসিফিক সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র থেকে জানানো হয়, এর ফলে স্থানীয়ভাবে সুনামির সৃষ্টি হতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পর তাৎক্ষণিকভাবে কিছু লুটপাটের ঘটনাও ঘটেছে। নিউজিল্যান্ডে এর আগে ১৯৬৮ সালে ৭ দশমিক ১ মাত্রার এক ভূমিকম্পে ৩ জন নিহত হয়েছিল।

পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি

মেহমুদ কোট (পাকিস্তান), সেপ্টেম্বর ০৪ ঃ বন্যাদুর্গত পাকিস্তানিদের জন্য বিদেশ থেকে পাঠানো ত্রাণ সামগ্রী এখন মিলছে বাজারে। কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণেই এই সব ত্রাণ বাজারে চলে আসছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য দোকানিদের কেউ কেউ বলছেন, দুর্গতরাই এসব সামগ্রী বিক্রি করে যাচ্ছেন। তবে এই ঘটনাটি ত্রাণ কার্যক্রমের দুর্বল দিকটিই স্পষ্ট করে তুলেছে। গত ৮০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলা করছে এখন পাকিস্তান। এতে দেড় হাজারের বেশি মানুষ এরই মধ্যে মারা গেছে। বিভিন্ন দেশ ও দাতব্য সংস্থাগুলো থেকে ত্রাণ সামগ্রী ইতিমধ্যে পকিস্তানে পৌঁছতে শুরু করেছে। খাইবার-পাখতুনখাওয়া প্রদেশের রাজধানী পেশওয়ারে আটার প্যাকেট, রান্না করার তেলের টিন খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা যেমন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ইউএসএআইডির চিহ্ন যুক্ত এসব প্যাকেট খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। পেশওয়ারের গুর মান্ডির দোকান মালিক আব্দুল গফুর দাবি করলেন, এসব জিনিস তিনি বন্যা দুর্গত মানুষদের কাছ থেকে কিনেছেন। ‘‘এগুলো বিক্রি করে তারা যে টাকা পেয়েছে তা দিয়ে তারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনেছে", বলেন তিনি। রহিমুল্লাহ খান অন্য

এক দোকানি বলেন, “কর্মকর্তরা জড়িত না থাকলে এরকম ঘটনা ঘটতো না। কারণ বন্যা দুর্গতদের পক্ষে ট্রাক বোঝাই মাল সরবরাহ করা সম্ভব নয়।”এদিকে ‘বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী’ লেখা আটাবোঝাই একটি ট্রাক থেকে মাল খালাস করতে দেখেছেন রয়টার্সের এক সাংবাদিক।এসব ত্রাণসামগ্রী বাজারের দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি হচ্ছে। আটার ব্যবসায়ী নাজিব আহমেদ খান বলেছেন, “প্রতি ৫০ কিলোগ্রাম আটায় আমার ৩০০ পাকিস্তানি রুপি বেচে যাচ্ছে। যে কোন গ্রাহক এই আটাই বেছে নিচ্ছে কারণ এ আটা উন্নতমানের এবং দাম কম।”এসব অবৈধ কর্মকান্ড বন্ধ করতে সরকারি কর্মকর্তারা একটি কমিটি গঠন করেছে। এছাড়া জেলা কর্তৃপক্ষ অভিযান চালিয়ে চুরি করা ত্রাণ সামগ্রী পাওয়া গেছে এমন দুটি গুদাম বন্ধ করে দিয়েছে এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

জঙ্গিরা জাতিগত বিভেদ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে ঃ মালিক

ইসলামাবাদ, সেপ্টেম্বর ৪ ঃ পাকিস্তানের তালেবান সমর্থক জঙ্গিরা জাতিগত বিভেদ তৈরি করতে চাইছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেহমান মালিক। গত তিনদিনে শিয়াদের তীর্থযাত্রায় বোমা হামলায় শ’খানেক মানুষ নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্তব্য করেছেন তিনি। শনিবার ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন মালিক। এদিকে, লাহোর ও কোয়েটায় শিয়া মুসলিমদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানোর দায়িত্ব স্বীকার করেছে তালেবান জঙ্গিরা। এ দুটি হামলায় প্রায় ১০০ মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। শুক্রবার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় কোয়েটা শহরে শিয়া তীর্থযাত্রীদের ওপর বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬৫ জনে উন্নীত হয়েছে। এর আগে বুধবার রাতে লাহোরের আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৩৩ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। গত দুই দশকে পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গায় কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। মালিক বলেছেন, পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেনা অভিযানে জঙ্গিদের শক্ত ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ওই জঙ্গিরা এখন শিয়া-সুন্নি জাতিগত বিভেদ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর গত ৬২ বছর ধরেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জাতিগত বিভেদ চলতে থাকলেও আল-কায়েদার সঙ্গে জড়িত তালেবানরা এ বিভেদকে নতুন করে উস্কে দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তালেবান গোষ্ঠী এ ধরনের আরো হামলা চালাতে পারে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন মালিক। অন্যদিকে, পাকিস্তানের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের চালকহীন বিমান হামলায় ১৩ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। এর পরিপ্রেক্ষিতে তালেবানরা হুমকি দিয়েছে যে, তাদের নেতৃত্বের ওপর এসব মার্কিন হামলার জবাব দিতে ‘খুব শিগগিরই’ পশ্চিমা লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাবে তারা।সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই একের পর এক বোমা হামলার ঘটনায় বন্যা মোকাবিলায় হিমশিম খেতে থাকা দেশটির সরকার বেশ চাপের মুখে পড়েছে।

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের প্রতি শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান হিলারির

ওয়াশিংটন, সেপ্টেম্বর ৪ ঃ শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চূড়ান্ত বাধা অতিক্রম করার জন্য ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের নেতাদের প্রতি শুক্রবার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। হিলারি বলেন, এমনও হতে পারে নতুন আলোচনা ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠার শেষ সুযোগ। ওয়াশিংটনে দু’পক্ষের মধ্যে সরাসরি শান্তি আলোচনা শুরুর এক দিন পর ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি টেলিভিশনের সঙ্গে কথা বলার সময় হিলারি জানান, অতীতে অনেকবার আলোচনা ভেঙে গেলেও এবার কোনো অবিশ্বাস বা সন্দেহকে আমলে আনা যাবে না।মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “নিরাপত্তা, শান্তি বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণে সময়টা ইসরায়েল বা ফিলিস্তিন কারো পক্ষে নেই বলে আমার ধারণা।”তিনি আরো বলেন, “এ বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট যে, এখানে উন্নয়ন

ও ইতিবাচক মনোভাবের সঙ্গে ধ্বংস ও নেতিবাচকতার একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। দীর্ঘদিনের এ সমস্যা সমাধানে নেতৃবৃন্দ ও জনগণের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করছে যা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রতিষ্ঠায় শেষ সুযোগ হতে পারে।"ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর মিশরে আবার আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃহস্পতিবারের বৈঠক শেষ করেছেন।প্রতি দুই সপ্তাহে একবার এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনায় ইসরায়েলের পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দু' পক্ষই 'দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান' এর প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছে।

নিউজিল্যান্ডে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ৯

ওয়েলিংটন, সেপ্টেম্বর ০৪ ঃ নিউজিল্যান্ডের সাউথ আইল্যান্ডে স্কাই ডাইভিংয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি ছোট বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নয় জন নিহত হয়েছে। পুলিশ শনিবার একথা জানায়। পুলিশ এলিসন এলাম বলেছেন, গ্রিনিচ মান সময় দেড়টার দিকে শহরটির বিমানক্ষেত্রের কাছাকাছি এটি বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানটিতে পাইলট এবং আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ার চারজন পর্যটকসহ ৯ জন যাত্রী ছিল। বিধ্বস্ত হওয়ার সময় আবহাওয়া স্বাভাবিক ছিল। যোগাযোগ মন্ত্রী জানিয়েছে, ২০০৩ সালে বিমান দুর্ঘটনায় ৮ জন নিহত হওয়ার পর এই প্রথম আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটল।

স্বজনপ্রীতির অভিযোগে দক্ষিণ কোরীয় মন্ত্রীর পদত্যাগ

সিউল, সেপ্টেম্বর ০৪ ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যু মুয়াং-হওয়ান তার মেয়ের নিয়োগ নিয়ে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে শনিবার পদত্যাগ করেছেন। সরকারী সূত্র এবং সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রেসিডেন্টের একটি সূত্র জানায়, "প্রেসিডেন্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।"পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, যু'র মেয়ে যু হিয়ান-সান ২০০৬ ও ২০০৯ সালের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ পেয়েছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য বিষয়ক কাজ সম্পাদন করার জন্য ৩১ আগস্ট তিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু জনগণের সমালোচনার মুখে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেননি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী যু মুয়াং-হওয়ান ২০০৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী হতে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কোয়েটা হামলার দায়িত্ব স্বীকার পাকিস্তানি তালেবানের

কোয়েটা, সেপ্টেম্বর ০৪ ঃ পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কোয়েটায় শুক্রবার শিয়াদের শোভাযাত্রার আত্মঘাতী বোমা হামলার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছে পাকিস্তানের তালেবানরা। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপেও হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে তারা। এদিকে, বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪ জন। চলতি সপ্তায় এটি দ্বিতীয় ভয়াবহ বোমা হামলা। চলমান এই পরিস্থিতি বন্যা মোকাবিলায় হিমশিম খাওয়া মার্কিন সমর্থিত সরকারকে বেশ চাপের মুখে ফেলে দিয়েছে।পাকিস্তানের তালেবানরা জানিয়েছে, তাদের নেতৃত্বের ওপর চালকবিহীন বিমান হামলার জবাব দিতে 'খুব শীঘ্রই' তারা পশ্চিমা লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাবে। শুক্রবারের হামলার নিন্দা জানিয়েছে ওয়াশিংটন। ফিলিস্তিনিদের জন্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে শিয়া ইমামিয়া ছাত্র সংগঠনের শোভাযাত্রায় এ বোমা হামলা চালানো হয়। প্রতিবছর রমজান মাসের শেষ শুক্রবার এই শোভাযাত্রা বের করা হয়ে থাকে।যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্টার টেররিজমের এক কর্মকর্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিরুদ্ধে আল কায়েদার সঙ্গে সম্পৃক্ত তালেবানদের হুমকি হালকাভাবে নেয়া হচ্ছে না। পাকিস্তানি তালেবানকে ওয়াশিংটন 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন'-এর তালিকাভুক্তি এবং সংগঠনটির নেতা হাকিমুলাহ মেহসুদ সিআইএ কর্মী হত্যার পরিকল্পনাকারী হিসাবে মার্কিন আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার দু'দিনের মাথায় এ হামলা চালানো হলো। গত ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার

ভেতর আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ৭ সিআইএ কর্মীকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার প্রধান হোতা মেহসুদ বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র।জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা হামিদ শাকেল রয়টার্সকে জানিয়েছেন, হামলায় কমপক্ষে ৫৪ জন নিহত ১৬০ জন আহত হয়েছে। হামলার কয়েকঘণ্টা পর এ হামলা শিয়াদের হাতে সুন্নি ধর্মীয়নেতাদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ বলে দাবি করে পাকিস্তানের তালেবানরা। তালেবানদের আত্মঘাতী হামলাকারীদের মন্ত্রণাদাতা ক্বারি হুসেইন মেহসুদ রয়টার্সকে জানান, "আমরা গর্বের সঙ্গে কোয়েটা হামলার দায়িত্ব নিচ্ছি।" এর আগে বুধবার রাতে লাহোরে শিয়াদের একটি শোভাযাত্রায় বোমা হামলায় ৩৩ ব্যক্তি নিহত ও ১৭০ জন আহত হয়।কিছুদিন আগের ভয়াবহ বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই একের পর এক বোমা হামলায় পাকিস্তান সরকার চাপের মুখে রয়েছে। গত দুই দশকে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিমান পরিচালনা বিপজ্জনক

নিউ ইয়র্ক, সেপ্টেম্বর ০৪ ঃ যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য উন্নত দেশগুলোর চেয়ে উন্নয়নশীল দেশে বিমান চালনা ১৩ গুণ বেশি বিপজ্জনক। নতুন একটি গবেষণায় একথা বলা হয়েছে।ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির স্লোয়ান স্কুল অব ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ও বিমান নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষক আর্নল্ড বার্নেট গবেষণাটি করেছেন।গবেষণায় তিনি দেখেছেন, কানাডা, জাপানের মতো প্রথম বিশ্বে নির্ধারিত ১ কোটি ৪০ লাখ ফ্লাইট পরিচালনায় একটি বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়।অপরদিকে ভারত ও ব্রাজিলের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রতি ২০ লাখ ফ্লাইটে একটিতে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। এছাড়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোয় প্রতি ৮ লাখ ফ্লাইটের মধ্যে একটি দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।তিনি আরো বলেন, "এমন কী সিঙ্গাপুর ও হংকং-এর আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নতদেশগুলোর সমানুপাতিক হলেও তাদের বিমান পরিচালনায় নিরাপত্তা পরিসংখ্যান উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতোই।"বার্নেট তার গবেষণায় নাইজেরিয়া বিমান পরিচালনায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বলে দেখতে পেয়েছেন। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এ পার্থক্যের পরও বার্নেট বলেন, "সুখবর হচ্ছে বিশ্বজুড়েই বিমান চালনায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এটাই সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'ইনস্টিটিউট ফর অপারেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স' এর 'ট্রান্সপোর্টেশন সায়েন্স' জার্নালে বার্নেটের এ গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে।